দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAY 2016
পৃ: ৭ কলাম ৩

নবাবগঞ্জে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি গ্রেফতার

ফুলবাড়ি (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

নিয়োগপ্রাপ্ত দুইজন কর্মচারীকে যোগদান করতে না দিয়ে ৪ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে সোমবার বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল জলিল মিয়াকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে নবাবগঞ্জের নবীনগঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে।

মামলার বাদি এবং ওই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ পাওয়া তাজেদুল ইসলাম বলেন, ওই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগের জন্য গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে তিনিসহ কয়েকজন গ্রন্থাগারিক পদে এবং উপজেলার রহিমাপুর গ্রামের সাদেকুল ইসলামের মেয়ে সাজিনা আক্তার, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল জলিল মিয়ার ছেলের বউ লাবনী আক্তারসহ কয়েকজন নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য আবেদন করেন। নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় তিনি ও সাজিনা আক্তার ভালো ফলাফল করায় নির্বাচনী বোর্ড তাদেরকে নিয়োগ দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। বৈধভাবে নিয়োগ পাওয়ার পরও সভাপতি তার ছেলের বউ নিয়োগ না পাওয়ার প্রতিহিংসার কারণে তাদেরকে বিদ্যালয়ে যোগদান করতে না দিয়ে ৪ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন।

নিয়োগপ্রাপ্তদের কাছে চার লাখ টাকা দাবি!

চাঁদার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বিদ্যালয়ে যোগদান করতে দেয়া হবে না বলেও হুমকি দেন। ফলে চাঁদা দাবির অভিযোগ এনে সভাপতির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দবিরুল ইসলাম বলেন, সভাপতি ওই দুইজনের কাছে ডোনেশনের নামে চাঁদা দাবি করেছেন এমন অভিযোগ তারা তার কাছে করেছিলেন। এদিকে আটক সভাপতি আব্দুল জলিল মিয়ার ছেলের বউ লাবনী আক্তার বলেন, অস্বচ্ছ নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে আগেই নির্ধারিত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে তার শ্বশুরকে চক্রান্তমূলকভাবে চাঁদা দাবির অভিযোগ এনে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দীপক কুমার বণিক বলেন, স্বচ্ছ নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের মাধ্যমে বিধি মোতাবেক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়েই ওই দুইজনকে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।